# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – আক্টোবর ২০০৭/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* দুই কোরিয়ার সহযোগিতা জোরদার করার ঘোষণায় মহাসচিবের অভিনন্দন
* মিয়ানমার বিষয়ে আসিয়ান কর্মকর্তার সঙ্গে জাতিসংঘ দুতের বৈঠক
* এখন সবচেয়ে বেশি দরকার গান্ধীর অহিংসার বাণী–বান কি–মুন
* উন্নয়নের লক্ষ্য পুরণের সঠিক পথে নেই বেশ কয়েকটি এশিয়ান দেশ–জাতিসংঘ
* জাতিসংঘ ও অংশীদারদের আহ্বান দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যায় বেঁচে যাওয়া মানুষদের কথা ভোলা যাবে না

## দুই কোরিয়ার সহযোগিতা জোরদার করার ঘোষণায় মহাসচিবের অভিনন্দন

**৪ অক্টোবর–** দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক এবং শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করতে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা পিয়ংইয়ংয়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। মহাসচিব বান কি–মুন আজ এ ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।
এক বিবৃতিতে মহাসচিব উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চুক্তিকে 'দুই কোরিয়ার মধ্যকার সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোরীয় উপদ্বীপ ও উত্তর–পুর্ব এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি' বলে উলে–খ করেন।
বান কি–মুন 'দুই কোরিয়ার সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় আলোচনা, সহযোগিতা ও ছয় জাতি আলোচনাসহ বহুপক্ষীয় কুটনীতির মাধ্যমে পরমাণুমুক্ত উপদ্বীপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুই নেতার এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারকে' স্বাগত জানান।
তিনি এ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি জাতিসংঘের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
মহাসচিব গতকাল বলেছিলেন, পরমাণুমুক্ত কোরীয় উপদ্বীপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরবর্তী পর্যায়ের ছয় জাতির আলোচনার ঘোষণায় তিনি উচ্ছ্বসিত। ছয় জাতি হলো– উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।
গতকাল প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়ার কারনে এ প্রক্রিয়ার বর্তমান ধারা বজায় রাখতে গৃহীত পদক্ষেপে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।'
ফেব্রুয়ারিতে উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র স্থাপনা বিষয়ক সংকট সমাধানে ছয় জাতির আলোচনায় সবাই একমত হয়েছিল।

## মিয়ানমার বিষয়ে আসিয়ান কর্মকর্তার সঙ্গে জাতিসংঘ দুতের বৈঠক

**৩ অক্টোবর**– মিয়ানমারের উর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক শেষে মহাসচিব বান কি–মুনের বিশেষ দুত ইব্রাহিম গাম্বারি আজ সিঙ্গাপুরে দক্ষিণ–পুর্ণ এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মিয়ানমারের পরিস্থিতির অবনতি হলে বান কি–মুন গত সপ্তাহে ইব্রাহিম গাম্বারিকে এ অঞ্চলে পাঠান। দেশটিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভ চলছে। তবে বিক্ষোভকারীদের দমনে শক্তি প্রয়োগের খবর পাওয়া গেছে।

মহাসচিবের বিশেষ দুত মিয়ানমারের শীর্ষ জেনারেল থান সুয়েসহ সামরিক সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চির সঙ্গে বৈঠক করেন।

জাতিসংঘের মুখপাত্র মাইকেল মন্টাস সাংবাদিকদের বলেন, তিনি (গাম্বারি) আজ সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুয়ং ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ইয়োর সঙ্গে মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তারা দুজনই গাম্বারির মিশনের প্রতি আসিয়ানের জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।

মুখপাত্র জানান, এখন তিনি (গাম্বারি) নিউ ইয়র্কে ফেরার পথে রয়েছেন। ফিরে এসে তিনি মহাসচিব, নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ

পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে তার মিশন সম্পর্কে তুলে ধরবেন।

## এখন সবচেয়ে বেশি দরকার গান্ধীর অহিংসার বাণী–বান কি–মুন

**২ অক্টোবর–** মহাসচিব বান কি-মুন আজ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা, অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মহাত্মা গান্ধীর বাণী। স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল তাঁর শান্তিপুর্ণ সংগ্রাম। বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল তার দীক্ষায়।

প্রথমবারের মতো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উদযাপিত আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসে অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে বান কি-মুন বলেন, ‘অসহিষ্ণুতা ও জাতিগত উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বের অনেক দেশ বেকায়দায় পড়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উদারপন্থীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ায় উগ্রবাদ ও সহিংসতার দর্শন ছড়িয়ে পড়ছে।’

মিয়ানমারের সাম্প্রতিক শান্তিপুর্ণ বিক্ষোভের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাকে যারা অনুকরণীয় হিসেবে তুলে ধরেছে সেই সব নিরস্ত্র ও অহিংস বিক্ষোভকারীদের ওপর আমরা পেশী শক্তির প্রয়োগ হতে দেখেছি।’

বিশ্বব্যাপী নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য গান্ধীকে ‘পারসোনাল হিরো’ আখ্যায়িত করে বান কি-মুন বলেন, প্রাত্যহিক জীবনে অহিংসা নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী অগণিত মানুষকে আরো ভালো ও অর্থপুর্ণ জীবনধারনের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ‘ ‘মহাত্মার অনুপ্রেরণা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন সবচেয়ে বেশি দরকার।’ মহাসচিব বলেন, প্রতি বছর ২ অক্টোবর গান্ধীর জন্মদিন পালিত হবে। এই দিনটি ব্যক্তি থেকে সরকার পর্যায়ের সব স্তরে সত্যিকারের সহিষ্ণুতা ও অহিংসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ‘এ দিনটি সর্বকালের সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে মহাত্মা গান্ধীর বাণী পৌঁছে দিক এবং এমন সময় বয়ে আনুক যখন প্রতিটি দিন হবে অহিংস।’

দিবসটি উদযাপনকালে সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রেজান করিম তার ভাষণে এ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীতার কথা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন–‘অহিংসা সহিষ্ণুতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও বৈচিত্রতা পরস্পর যুক্ত এবং একটির সঙ্গে অপরটি মিলে তা জোরদার হয়।’

করিম বলেন, গান্ধী বিশ্বাস করতেন- অসহিষ্ণুতা হচ্ছে সহিংসতার সবচেয়ে খারাপ দিক। প্রকৃত সহিষ্ণুতা ছাড়া কোনও আলোচনার দীর্ঘস্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

তিনি আরও বলেন, ‘এই বাণী বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে সংলাপের পাশাপাশি পারস্পরিক সমঝোতা জোরদার করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরে।’

সাধারণ পরিষদ চলতি সপ্তাহের শেষদিকে আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সহযোগিতা বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠকের আয়োজন করতে যাচ্ছে।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে উপ মহাসচিব আশা-রোজ মিজিরো আজ এক গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন। এতে তিনি বলেন, আজকের সহিংস ও অস্থির সময় ‘মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের জন্য কাঁদছে’।

তিনি বলেন, গান্ধীর দর্শন শান্তির ক্ষেত্রে পরিচালিত জাতিসংঘের অনেক কাজে দিকনির্দেশনা দেয়। ‘এর কারণ সংস্থায় কর্মরত আমাদের সবাই বুঝতে পেরেছেন যে, যুদ্ধের অবসানে পরিচালিত জাতিসংঘের প্রচেষ্টাগুলো কেবল সহিংসতা বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ ও যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে শান্তিরক্ষী ও প্রতিরোধমুলক কূটনীতি আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। তবে মানবতার সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি রোধে এগুলোই যথেষ্ট নয়।’

তিনি বলেন, ‘বরং আরও গভীরে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর শান্তির উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, এজন্য গান্ধীর শান্তি ও অহিংস সংস্কৃতি দরকার।’

## উন্নয়নের লক্ষ্য পুরণের সঠিক পথে নেই বেশ কয়েকটি এশিয়ান দেশ–জাতিসংঘ

**২ অক্টোবর–**অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের

সঠিক পথে নেই। জাতিসংঘের নুতন একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। এমডিজি’তে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র, ক্ষুধা, রোগব্যাধি ও নিরক্ষরতার মতো আটটি বাধা দুর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
“সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অগ্রগতি” শীর্ষক ওই প্রতিবেদনটি আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে। এতে উলে-খ করা হয়েছে, এই অঞ্চলের দেশগুলো সমভাবে অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। বেশ কয়েকটি দেশ দারিদ্র হ্রাস, শিশুদের অপুষ্টি ও মৃত্যুহার রোধ করা এবং পানযোগ্য পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনো চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ওই অঞ্চলের কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ সঠিক পথে অগ্রসর হলেও কোনো দেশই এমডিজি’র সবগুলো লক্ষ্য অর্জনের পথে নেই। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইউএনইএসসিএপি) ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

এমডিজি’র ব্যাপারে প্রতিটি দেশের সার্বিক অবস্থার বিস্তারিত মুল্যায়ন এবং আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয় অঞ্চলের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে তুলনামুলক বিশে-ষনও প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

## জাতিসংঘ ও অংশীদারদের আহ্বান দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যায় বেঁচে যাওয়া মানুষদের কথা ভোলা যাবে না

**১ অক্টোবর**-দক্ষিণ এশিয়ায় সৃষ্ট মানবিক সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে জাতিসংঘ এবং শীর্ষস্থানীয় ত্রাণদাতা সংস্থাসমুহ। একইসঙ্গে তারা এই গ্রীষ্মের প্রলয়ংকরী বন্যার পর সাহায্য প্রার্থী লাখ লাখ মানুষের দুর্দশার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করে তাদের জন্য সম্পদ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।

আগের বন্যার হাত থেকে মুক্তি মিলতে না মিলতেই গত কয়েক সপ্তাহের বন্যায় আবারও বিস্তীর্ণ এলাকা প-াবিত হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশে নতুন করে আরও এক লাখ মানুষ বন্যার্ত হয়ে পড়েছে এবং ভারতে লাখ-লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আজ জেনেভায় মানবিক বিষয় সমন্বয় সম্পর্কিত জাতিসংঘ কার্যালয় (ওসিএইচএ), আন্তর্জাতিক সংগঠন কেয়ার (সিএআরই), ওয়ার্ল্ড ভিশন, সেভ দ্য চিলড্রেন, অক্সফাম ও মার্সি করপস কর্তৃক প্রকাশিত একটি যৌথ বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সার্বিকভাবে এবারের বন্যায় ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানে চার হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। এছাড়াও ৬ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ সংখ্যা ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

হতাহতের ঘটনা ছাড়াও এবারের বর্ষায় অসংখ্য গবাদী পশু মারা গেছে। এছাড়াও বিনষ্ট হয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষি জমি এবং এতে অসংখ্য মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। বন্যার পানি আটকে যাওয়ায়, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে।

গত কয়েকমাস ধরে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে যাওয়া বিভিন্ন সংগঠন পরিকল্পিত সহায়তা দেওয়ার জন্য আরও বেশি সম্পদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরূত্বারোপ করেছে। তাদের মতে, আরও বড় ধরনের বিপর্যয় যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সামাজিক অবস্থাকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে তা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো সমর্থন প্রয়োজন ।

জাতিসংঘ জরুরী ত্রাণ সমন্বয়ক জন হোমস গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সংশি-ষ্ট দেশের সরকারগুলোর প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক দাতা সম্প্রদায় এক দৃঢ় অংশীদার।

তিনি বলেন, আমাদেরকে এসব প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে এবং এ বছরের বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে ও বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আগামী বছরগুলোতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের জন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে সাবধান হতে পাবে।

** ** **